বিম্বিসারের কৃতিত্ব: (পূর্ণমান ০৫)

মগধের উত্থানের পিছনে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন হর্ষঙ্ক বংশের শাসক বিম্বিসার (আনুমানিক ৫৪৫-৪৯৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিম্বিসারের ধারণা ছিল খুবই স্পষ্ট। তিনি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিকে মগধের অধীনে আনতে হলে দূরবর্তী অঞ্চলগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। তিনি মগধের মূল শত্রু বৃজির বিরুদ্ধে কোশল ও অবন্তীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। অবন্তীরাজ প্রদ্যোৎ এর সঙ্গে তিনি মৈত্রীমূলক সম্পর্কে আবদ্ধ হন এবং একই সঙ্গে অবন্তীর শত্রু গান্ধারের শাসকের সঙ্গেও মিত্রতা স্থাপন করেন। এই মিত্রতা নীতিকে আরো সফলভাবে প্রয়োগ করার জন্য তিনি বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নীতি গ্রহণ করেন। কোশল, বৈশালী, বিদেহ ও মদ্র'র সঙ্গে বিম্বিসার বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। কোশলরাজের ভগ্নীকে বিবাহের সূত্রে তিনি কাশী লাভ করলে এক বিশাল পরিমাণ ভূসম্পত্তি মগধের অধিকারে আসে। অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরির মতে, সমকালীন যুগের এই চারটি রাজশক্তির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন পশ্চিম ও উত্তর উভয়দিকে মগধ রাজ্যের বিস্তৃতির পথকে প্রশস্ত করে।

মগধ রাষ্ট্রের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর বিম্বিসার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পার্শ্ববর্তী রাজ্য অঙ্গ জয়ের উদ্দেশ্যে বের হন। অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করে বিম্বিসার তার রাজ্য গ্রাস করেন। কাশী ও অঙ্গরাজ্যে জয়ের ফলে মগধের রাজনৈতিক সীমানা বিস্তৃত হয়। অঙ্গ'র রাজধানী চম্পা বিম্বিসারের অধিকারে এলে মগধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হয়। চম্পা ছিল একটি নদী বন্দর। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সামুদ্রিক বন্দরগুলিকেও অঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করত। ঐ সামুদ্রিক বন্দরগুলির সঙ্গে বর্মা ও পূর্ব-ভারতের বাণিজ্যিক বন্দরগুলির সংযোগ ছিল। স্বভাবতই অঙ্গ জয়ের সূত্র ধরে বর্হিবাণিজ্যের সঙ্গে মগধ যুক্ত হয়, যা তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে।

বিম্বিসারের রাজত্বকালে শুধু মগধের সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়নি। একটি সুষ্ঠ শাসনব্যবস্থা তৈরি করে তিনি মগধ সাম্রাজ্যের সংহতি বৃদ্ধি করেন। শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে তিন ধরণের উচ্চপদস্থ কর্মচারী পদ সৃষ্টি করেন। এই কর্মচারীরা 'রাজভট্ট' নামে পরিচিত ছিল। তিনটি ভাগে ভাগ করে শাসনতন্ত্র পরিচালিত হত- ১. শাসকতান্ত্রিক (সাব্বাতঠ্ক), ২. বিচারবিভাগীয় (বোহারিক মহামাত্র), ৩. সামরিক (সেনানায়ক)। গ্রামের আমলা (গ্রামিক)-এর নেতৃত্বে সভার দ্বারা গ্রামের শাসন পরিচালিত হতো। নিঃসন্দেহে বলা যায়, বিম্বিসার ছিলেন হর্যন্ত বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক।